February 15, 2025

To, **The Secretary,** **BSE Limited,** P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Scrip Code: 539542	To, **The Secretary,** **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandera (E), Mumbai – 400 051 Symbol: LUXIND

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2024

Please find enclosed the newspaper publication of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 published in the following newspaper –

1. Economics Times (National Daily Newspaper) on Friday, 14th February, 2025.
2. Ei Samay (Regional Newspaper) on Friday, 14th February, 2025.

This is for your information and record.

Thanking You

Yours faithfully,
For LUX INDUSTRIES LIMITED

SMITA MISHRA
Digitally signed by SMITA MISHRA
Date: 2025.02.15 12:52:56 +05'30'

Smita Mishra
(Company Secretary& Compliance Officer)
M. No: A26489

Enclosed – as stated above

LUX INDUSTRIES LIMITED
PS Srijan Tech - Park, 10th Floor, DN - 52, Sector - V, Saltlake, Kolkata - 700 091, India. P: 91-33-4040 2121, F: 91-33-4001 2001, E: info@luxinnerwear.com
Regd. Office: 39 Kali Krishna Tagore Street, Kolkata - 700 007, India, P: 91-33-2259 8155, Website: www.luxinnerwear.com • CIN : L17309WB1995PLC073053

■ **আত্মঘাতী জওয়ান** লামসাংয়ের সেনাছাউনিতে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান। নিহত আরও ২

ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান সারলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী প্রিয়দর্শিনী

এই দেশ

■ **বাইক দুর্ঘটনা** আকোলায় বাইককে ধাক্কা পিক আপ ট্রাকের। মৃত আরোহী প্রাক্তন বিধায়ক তুকারাম বিডকর

মহারাষ্ট্রের নতুন কংগ্রেস প্রধান হর্ষবর্ধন সাপকল। পাঁচ বছর বুলধানা এলাকার বিধায়ক ছিলেন

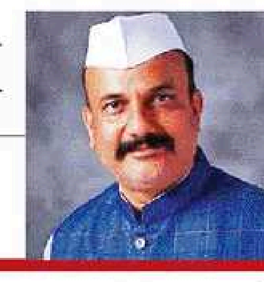

ঝটিতি

কোকেন-সহ ধৃত

■ **নয়াদিল্লি:** শরীরের মধ্যে লুকিয়ে কোকেন নিয়ে যাওয়ার অপরাধে ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুই ব্রাজিলীয় মহিলা ধরা পড়েছেন বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে কাস্টম দপ্তর। তাঁদের মারফত ব্রাজিলের সাও পাউলো থেকে প্যারিস হয়ে ভারতে আসছিল মোট ১.৭২ কিলো কোকেন, যার দাম প্রায় ২৬ কোটি টাকা। দু'জনেই শরীরের মধ্যে ডিমের আকারের ক্যাপসুলে করে কোকেন নিয়ে আসছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ২৩ জানুয়ারি। মোট ৯৩টি ক্যাপসুলের মধ্যে ৩৮টি উদ্ধার করা হয় বিমানবন্দরেই, বাকি ৫৫টি ক্যাপসুল উদ্ধার হয় সফদরজঙ্গ হাসপাতালে। দ্বিতীয় জনের থেকে ৭১টি ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়েছে। আপাতত এই অপরাধের পিছনে থাকা বড় চক্রকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়েছে।

সুইসাইড ছাত্রীর

■ **এই সময়:** সামনেই স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা। তার আগে মোবাইল ফোন নিয়ে সময় নষ্ট করতে বারণ করেছিলেন মা। তার পরও মোবাইল ফোন দেখা বন্ধ করেনি ছাত্রী। এ নিয়ে তাকে বকাবকি করেন মা। অভিমানে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলো বছর পনেরোর মেয়েটি। ঘটনা বেঙ্গালুরুর কাড়ুগোড়ি থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার বহুতল আবাসনের কুড়ি তলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর। মৃতের নাম অবন্তিকা চৌরাসিয়া। অবন্তিকার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং মা গৃহবধূ। বেঙ্গালুরুর হোয়াইট ফিল্ড এলাকায় একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়াশোনা করত অবন্তিকা। স্কুলে টেস্ট পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছিল সে। ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল আগামী শনিবার থেকে। কিন্তু মোবাইল ফোনে সময় কাটত তার।

রাজ্যসভায় কমল?

■ **এই সময়:** রাজ্যসভার সাংসদ হতে চলেছেন অভিনেতা কমল হাসান। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের জুলাইয়ে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হবেন। ডিএমকের সমর্থনে তামিলনাড়ু থেকেই রাজ্যসভার প্রার্থী হতে পারেন তিনি। তার সঙ্গে বুধবার দেখা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মন্ত্রী পিকে শেখর বাবু। তার পরেই জল্পনা জোরালো। আগেই সক্রিয় রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন কমল।

বীরেনের বিকল্প পেল না দল, মণিপুরে জারি রাষ্ট্রপতি শাসনই

জিইয়ে রাখা হলো বিধানসভা ■ মোদী কি এ বার যাবেন, প্রশ্ন রাহুলের

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি: নানা টালবাহানার পরে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে গত রবিবার পদত্যাগ করেছিলেন এন বীরেন সিং। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খুঁজে সরকার গঠনের দাবি জানানোর জন্য সময় ছিল ১২ তারিখ পর্যন্তই। কিন্তু সর্বসম্মত কোনও প্রার্থী বাছতে পারেননি বিজেপি নেতৃত্ব। ফলে বৃহস্পতিবার সে রাজ্যের সাংবিধানিক সঙ্কট স্পষ্ট হতেই ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রপতি শাসন। এ দিন এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ কথা জানিয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এ দিন রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়েছেন। যদিও উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সঙ্গে সুপরিচিত। ১৯৫১ থেকে এ পর্যন্ত ১১ বার প্রেসিডেন্ট'স রুলে গেল মণিপুর।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পরেই কংগ্রেসের তরফে জয়রাম রমেশ এক্স-এ লেখেন, 'গত ২০ মাস ধরে এ কথাই আমরা বলে আসছি। কারণ সুপ্রিম কোর্ট বহু আগেই বলেছিল মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের কোনও অস্তিত্ব নেই।' পরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স-এ লেখেন, 'রাষ্ট্রপতি শাসন প্রমাণ করছে বিজেপি দেরিতে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তারা মণিপুরের প্রশাসক হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এখন আর পিএম মোদী কোনও ভাবেই তাঁর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। উনি কি শেষ পর্যন্ত মণিপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন? সেখানে গিয়ে শান্তি ফেরানোর কোনও পরিকল্পনা রাজ্যের

মানুষ ও দেশবাসীকে জানাবেন কি?'

কেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না?

সংবিধানের ১৭৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যে কোনও রাজ্যের বিধানসভার দু'টি অধিবেশনের মধ্যে সবচেয়ে ৬ মাস পর্যন্ত গ্যাপ থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে আবার রাজ্য বিধানসভার সেশন শুরু করতে হবে। তা না হলে সরকার তার মান্যতা হারাবে। মণিপুরের ক্ষেত্রে শেষ অধিবেশনটি ছিল গত বছর ১২ অগস্ট, ফলে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন ডাকতেই হতো। কিন্তু বীরেনের পদত্যাগের পরবর্তীতে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাছতে না পারায় সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকার কোনও সুযোগ ছিল না। ফলে সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি শাসন-ই ছিল একমাত্র পথ। তবে রাজ্য বিধানসভা এখনই ভাঙা হচ্ছে না। তা এখন 'সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন'-এ থাকবে অর্থাৎ বিধানসভা জিইয়ে রাখা হলো। যদি ৬ মাসের মধ্যে সরকার গঠনে কেউ করতে পারে, তা হলে এই বিধানসভাতেই কাজ হবে আর তা না হলে আবার ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদ বাড়াতে হবে রাষ্ট্রপতি শাসনের বা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করাতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অফিস থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া হয় যে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনে তিনি সম্মতি দিয়েছেন। তার পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রেসিডেন্ট মুর্মুকে উদ্ধৃত করে এ দিন সন্ধ্যে এক বিবৃতিতে জানায়, 'মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় ভাল্লার কাছ থেকে একটি রিপোর্ট পাওয়ার পর ও অন্য সব পরিস্থিতি ও প্রতিলিপি বিচার করে আমার মনে হয়েছে যে মণিপুরে দেশের সংবিধানের রীতি মেনে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬-র মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমি মণিপুরের সব প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালকে দিলাম। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভা পার্লামেন্টের মাধ্যমে বা পার্লামেন্টের দ্বারা চালিত হবে।'

গত প্রায় ২১ মাসের বেশি সময় ধরে জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুর। দায়ভার নিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। কিন্তু ঘরে বাইরে চাপে ছিলেন তিনি। বিরোধী কংগ্রেসও অনাস্থা প্রস্তাবের হুমকি দিয়েছিল। জটিল পরিস্থিতি দেখে, অমিত শাহের নির্দেশে গত ৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং। কিন্তু তার পর দফায় দফায় গত ৭২ ঘণ্টায় ম্যারাথন মিটিং সত্ত্বেও কোনও 'মুখ' বিজেপি নেতারা সিএম হিসেবে ঘোষণা করতে পারেননি। উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্বিত পাত্র শেষ চেষ্টা করেন বুধবার। সব বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে এসে দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তাও কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছিল সময়ের অপেক্ষা।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে অশান্ত মণিপুর। এখনও পর্যন্ত সরকারি মতেই মৃতের সংখ্যা ২৫০। বেসরকারি মতে আরও অনেক বেশি। গৃহহীন লাখের উপর। আহত ও নিখোঁজও বহু। তবে কবে আবার শান্তি ফিরবে ছবির মতো সুন্দর মণিপুরে, সে উত্তর এখনও অধরাই।

খাটের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে 'মজা', নৃশংসতায় স্তব্ধ পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম: র‍্যাগিংয়ের নামে কেরালার কোট্টায়ামের সরকারি নার্সিং কলেজ-এ পাঁচ জন সিনিয়র ছাত্র যে অত্যাচার প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের উপরে চালিয়ে বলে অভিযোগ, তা দেখে শিউরে উঠছে পুলিশও। বৃহস্পতিবার তেমনই একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ফার্স্ট ইয়ারের এক ছাত্রের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে খাটের সঙ্গে। তার পর তাঁর দেহের বিভিন্ন জায়গায় কম্পাস ও ডিভাইডার দিয়ে খোঁচানো হচ্ছে। ওই পড়ুয়া যন্ত্রণায় যত চেঁচিয়ে উঠছেন, কম্পাস ফোটানো তত বাড়ছে! আর তা দেখে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে বাকি সিনিয়ররা। শুধু তাই-ই নয়, ক্ষতস্থানে যাতে জ্বালা আরও বাড়ে সে জন্য একটি সাদা লোশনের মতো কিছু ঢালা হচ্ছে সেখানে। একই তরল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে ওই পড়ুয়ার দু'চোখে ও মুখের ভিতর। সেই ছাত্র জ্বালা-যন্ত্রণায় কেঁদে উঠলে তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের নার্সিংয়ের পাঁচ ছাত্র। এখানেই শেষ নয়, এক ছাত্রকে নগ্ন করে তাঁর ব্রেস্ট-নিপ্‌লস এ দু'টো কাপড় শুকোতে দেওয়ার ক্লিপ আটকে দেওয়া হচ্ছে ও তা বারবার টানা হচ্ছে। ওই ভিডিয়োতেই দেখা গিয়েছে যে এক ছাত্রের যৌনাঙ্গে ডাম্বেল বেঁধে দিয়ে 'মজা' করছে সিনিয়ররা! আর এই পুরো ভিডিয়োয় মুহুর্মুহু শোনা গিয়েছে সিনিয়রদের অট্টহাস্য! কোট্টায়ামের এসপি জানিয়েছেন, এই ভিডিয়ো তাঁরাও পেয়েছেন। দু'টো জিনিস দেখা হচ্ছে — কে এই ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিল ও কে বা ভাইরাল করল। তাঁর কথায়, 'লিখিত অভিযোগ একজন ছাত্র করেছেন। তবে মৌখিক ভাবে অনেকেই জানিয়েছেন যে নিগ্রহ করা হয়েছে তাঁদেরও। এই সব নিগ্রহ শুধু এই পাঁচ অভিযুক্তই করত কি না, নাকি তাদের আরও বড় গ্যাং আছে দেখছি।' অভিযোগকারী ছাত্র আপাতত হাসপাতালে ভর্তি। এসপি জানিয়েছেন, মদ কেনা ও অন্য সব খরচপাতির জন্য ফার্স্ট ইয়ারের পড়ুয়াদের নিগ্রহ করে এই পাঁচ অভিযুক্ত যে পালা করে টাকা তুলত, তার প্রমাণ পুলিশ পেয়েছে। গত তিন মাস ধরে যে লাগাতার অত্যাচার চলেছে প্রথম বর্ষের বহু পড়ুয়ার উপরেই, সে কথাও সঠিক বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এই ভয়াবহ র‍্যাগিং-এর খবর সামনে আসতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও সুয়োমোটু অভিযোগ নিয়ে কেরালা সরকারকে ১০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগকারী ছাত্রের বাবা এ দিন বলেন, 'বহু পড়ুয়াই এর শিকার। ওরা ভয়ে বলতে পারছে না।' কলেজ কর্তৃপক্ষও জানিয়েছেন, তাঁদেরও নিগৃহীত ছাত্ররা কখনও কিছু জানাননি। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযুক্তরা কীসের জোরে এত ত্রাস সৃষ্টি করেছিল? তবে পুলিশ জানিয়েছে, নিগ্রহকারীদের কেউ-ই কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়।

এমন অমানবিক অত্যাচার সামনে আসতেই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, অভিযুক্তরা তো নার্সিং শিক্ষা নিচ্ছিল। অর্থাৎ মানুষের সেবা। এই ঘটনা সামনে না এলে তো এরা পাশ করে বেরিয়ে মেল নার্স হিসেবেই কোথাও না কোথাও কাজ করত। সে ক্ষেত্রে কি রোগীরাও তাদের এমন 'মজা'র স্বীকার হতেন? একটি রিপোর্ট বলছে, এই দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ পড়ুয়া র‍্যাগিংয়ের শিকার। অনেক মা-বাবা প্রথম দিকে তা সন্তানরা বললেও গুরুত্ব দেন না, তাই বহু সময়েই আত্মহত্যা করে পড়ুয়ারা বা নিগ্রহের চোটে মৃত্যু হয়।

(ছবিতে ৫ ধৃত)

ওয়াকফ নিয়ে প্রতিবাদে নতি স্বীকার

জেপিসি: বিরোধী-বক্তব্য জুড়ল সরকার

এই সময়, নয়াদিল্লি: বিরোধী শিবিরের সাংসদদের 'ডিসেন্ট নোট' (বিরোধী বক্তব্য) অন্তর্ভুক্ত করেই সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে জেপিসি রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হলো নরেন্দ্র মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বের শেষ দিনে প্রথমে রাজ্যসভায় এবং পরে লোকসভায় জেপিসি রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে বিরোধীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে সরকারপক্ষ। বিরোধী শিবিরের সাংসদরা জানান, তাঁদের ডিসেন্ট নোট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে জেপিসি রিপোর্টে। ওয়াকফ বিলে কোথায় কোথায় ত্রুটি, আপত্তি— তা জানতে দিতে হবে দেশবাসীকে। এই দাবি তুলে সংসদের দু'কক্ষেই সোচ্চার হন তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। লোকসভায় সরকার-বিরোধী স্লোগান দেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই ভাবে রাজ্যসভায় তুমুল প্রতিবাদে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম। বিরোধী বিক্ষোভের কাছে নতিস্বীকার করে প্রথমে রাজ্যসভায় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিবৃতি দিয়ে জানান, বিরোধীদের ডিসেন্ট নোট অন্তর্ভুক্ত করা হবে জেপিসি রিপোর্টে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'বিরোধী শিবিরের সাংসদরা যে ডিসেন্ট নোট দিয়েছেন, তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে জেপিসি রিপোর্টে। এই বিষয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।'

মোদী সরকারের এই পিছু হটার মধ্যে নৈতিক জয় দেখছে বিরোধী শিবির। মোদী সরকার যে ভাবে 'গায়ের জোরে' ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস করানোর চেষ্টা করছে, তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে বৃহস্পতিবার এক সুরে প্রতিবাদ করে বিরোধী শিবির। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'জেপিসিতে কোনও বাক্‌ স্বাধীনতা ছিল না। বিরোধীদের তরফে তুলে ধরা কোনও সুপারিশই গ্রহণ করা হয়নি। দেশের মানুষ সব দেখছেন।' শাসক শিবিরকে রাজ্যসভায় তুলোধোনা করেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'বিরোধী সাংসদদের ডিসেন্ট নোট প্রকাশ না করা বা সংসদীয় রেকর্ডে তার উল্লেখ না করা গণতন্ত্রের উপরে আঘাত। বিরোধীদের ডিসেন্ট নোটকে এই ভাবে সেন্সর করা যায় না। ওয়াকফের মতো সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে বিরোধী শিবিরের সাংসদরা যে ডিসেন্ট নোট দিয়েছেন, তা প্রকাশ করতে বাধ্য সরকার।'

বিকেলে সরকারের তরফে সংশোধনী এনে জানানো হয়, তারা বিরোধী সাংসদদের ডিসেন্ট নোট অন্তর্ভুক্ত করেছে জেপিসি রিপোর্টে। সরকারের শরিক জেডি(ইউ) এবং এলজেপিও অবশ্য ওয়াকফ বিল নিয়ে ধীরে চলারই পক্ষে। এই পরিস্থিতিতে সংশোধিত ওয়াকফ বিল পাস করানো নিয়ে সরকার কী অবস্থান নেয়, সংসদে বিল পাসে কবে উদ্যোগী হবে সরকার, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে শাসক, বিরোধী—দুই শিবিরেই।

নজর চিনা বাঁধে

নয়াদিল্লি: ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চিনের মেগা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্য সব কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সব রকম পদক্ষেপই করা হচ্ছে— বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় সভায় দাঁড়িয়ে এ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। তিব্বতের মেদগ কাউন্টিতে ইয়ারলাং সাংপো নদীর (ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদের উচ্চ অববাহিকা) উপর ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন 'সুপার বাঁধ' তৈরি করছে চিন। এই বাঁধ তৈরি হলে ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকায় থাকা রাজ্যগুলো জলের সঙ্কটে ভুগবে বলে আশঙ্কা। চিনের মেগা-বাঁধের ব্যাপারে ভারত সরকার অবহিত কি না জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব। তার লিখিত জবাবেই সিং বলেন, 'চিনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-সহ ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সব ধরনের উন্নয়মূলক কাজের দিকে কড়া নজরদারি রেখেছে ভারত সরকার। দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই করা হবে।'

ভরা বিয়েবাড়িতে 'অতিথি' চিতাবাঘ!

লখনৌ: অক্ষয় শ্রীবাস্তব ও জ্যোতি কুমারীর বিয়ের আসর জমে উঠেছিল। তাল কাটল আন্দাজ রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। 'বিন বুলায়ে মেহমান' হয়ে বিয়ের আসরে হাজির এক চিতাবাঘ! বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে লখনৌয়ের বুদ্ধেশ্বর রোড এলাকার এমএম লনের গেস্ট হাউসে।

আচমকা এই চারপেয়েকে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অতিথিদের মধ্যে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দু'শোর বেশি অতিথিরা আর্তনাদ করে গেস্ট হাউস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বর এবং কনে দৌড়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে দরজা লক করে দেন। আতঙ্কের চোটে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আহতও হন এক অতিথি। বিয়ের অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে আসা দুই ক্যামেরাম্যান পালানোর সময়ে ঠেলাঠেলিতে পড়ে গিয়ে আহত হন। এক অতিথি জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি ধরা না পড়া পর্যন্ত বর ও কনের বাড়ির সকলেই গাড়িতে উঠে বসে ছিলেন।

স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হতে ঘটনাস্থলে হাজির হন পারা থানার পুলিশ এবং বনদপ্তরের কর্মীরা। সব অতিথিদের সুরক্ষিত ভাবে বাড়ির বাইরে বের করে আনার পরে শুরু হয় সার্চ অপারেশন। তার মধ্যে থেকে একটা ছোটো অংশের ভিডিয়োও ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে দেখা যায়, হেলমেট পরে পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা বাড়ির কোল্যাপসিবল গেট খুলে ভিতরে গেলেন। দোতলায় উঠতেই একটি ঘরে লুকিয়ে থাকা চিতাবাঘটি তাঁদের উপরে আচমকা হামলা করে। এক কর্মী তাকে রাইফেল নিয়ে কাবু করতে গেলে সে থাবা মেরে রাইফেল ফেলে দেয়। তবে, তার পরেই তাকেও বাড়ির ভিতরেই পালাতে দেখা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, চিতাবাঘ ধরার এই অভিযানে আহত হয়েছেন মুকন্দর আলি নামে এক বনকর্মী। লখনৌয়ের ডিএফও সীতাংশু পাণ্ডে বলেন, 'প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার সার্চ অপারেশনের

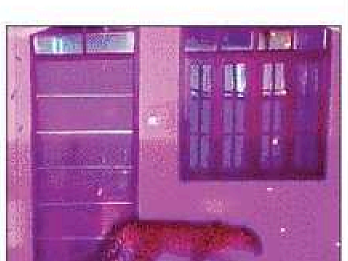

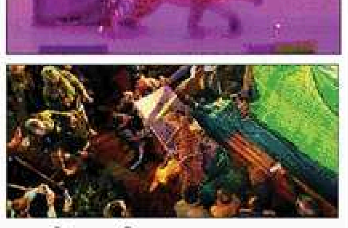

পরে চিতাবাঘটিকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়। মোহনলালগঞ্জের এসডিও, তিন ডাক্তারও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহত বন দপ্তরের কর্মীর চিকিৎসা চলছে।'

চিতাবাঘ এল কোথা থেকে? উত্তরে সীতাংশু বলেন, 'মালিহাবাদের উপরে একটা ঘন জঙ্গল রয়েছে। লখিমপুর খেরি, দুধওয়া টাইগার রিজার্ভে, পিলিভিট টাইগার রিজার্ভ রয়েছে। চিতাবাঘ খুবই ক্ষিপ্র প্রাণী, এর মধ্যে যে কোনও জায়গা থেকে আসতে পারে।'

এ দিকে, এই ঘটনার প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি-শাসিত সরকারকে আক্রমণ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর মতে, বিজেপি সরকারের দুর্নীতির জন্য মানুষ ক্রমাগত জঙ্গল কেটে ফেলছে বলে বন্য প্রাণীরা খাবারের সন্ধানে শহরে আসছে এবং সাধারণ মানুষ বিপদে পড়ছেন। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তিনি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের 'জুমলাজীবি' বিজেপি সরকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের সমস্যার কোনও কিনারা করতে পারার আগেই রাজ্যের রাজধানীতে 'চিতাবাঘ'-এর আক্রমণের মতো চ্যালেঞ্জ এসে হাজির।' এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ নেবে, নাকি 'চিতাবাঘ নয়, স্রেফ 'বড় মাপের একটা বেড়াল' ঢুকেছিল' বলে ঘটনাটিকে চেপে দেবে— প্রশ্ন তোলেন যাদব।

আবাসে, ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্র টাকা আটকে রাখায় সরব ডেরেক

এই সময়, নয়াদিল্লি: লোকসভার মত রাজ্যসভাতেও বাংলা বিরোধী বাজেট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তোপের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্কে তাঁর জবাবি ভাষণে নির্মলা ফের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তাকে সমর্থন জানান ট্রেজ়ারি বেঞ্চের সাংসদরা। এর প্রতিবাদে সরব হয়ে রুল ২৩৯কে ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে তিনটি প্রশ্ন করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়ান। মনরেগা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৭৫০০ কোটি, আবাস যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য ৮০০০ কোটি টাকা। হ্যাঁ কি না? জানতে চান ডেরেক। সরকারি নিয়ম মেনে ৯৯ শতাংশ পদক্ষেপ

নিরুত্তর সীতারামন

করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তার পরেও কেন বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে? বাংলার ১ লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে না, কেন বাংলার সঙ্গে এই ভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ করা হচ্ছে ? প্রশ্ন তোলেন ডেরেক। এই তিনটি প্রশ্নের একটিরও কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি নির্মলা। উল্টে তিনি অভিযোগ করেন, রুল মেনে কথা বলছেন না তৃণমূলের সংসদীয় দলনেতা। এর পাল্টা দিয়ে ডেরেক দাবি জানান, তিনি রাজ্যসভার রুল ২৩৯ অনুযায়ী বক্তব্য রাখছেন। রুল ৩২০ অনুযায়ী সংসদ কক্ষে দাঁড়িয়ে কোনও রাজ্যকে নিশানা করা যায় না, বলেন তিনি। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল সাংসদরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াক আউট করে গোটা বিরোধী শিবিরও।

NCLT Okays JSW Energy's Buyout of KSK Mahanadi

Maulik Vyas

Mumbai: The Hyderabad bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) on Thursday approved Sajjan Jindal-promoted JSW Energy's revival plan for KSK Mahanadi Power Company Ltd (KPMCL).

Bankrupt KPMCL has admitted liabilities of more than ₹32,335 crore. JSW Energy's offer is nearly half of that at ₹15,985 crore.

The NCLT bench comprising judicial member Rajeev Bhardwaj and technical member Sanjay Puri, in an oral order, said the approval was subject to the proposal getting clearance from the Competition Commission of India.

The detailed order was not available at the time of filing the story.

JSW Energy declined to comment while KPMCL resolution professional Sumit Binani did not respond to an email seeking comment.

KMPCL owns a 3,600 MW thermal power plant in Chhattisgarh, utilising domestically sourced coal. Half of the capacity (600 MW x 3 units) is operational with power purchase agreements for 95% while the remaining units are under construction.

In November 2019, the bankruptcy court admitted the company under the Corporate Insolvency Resolution Process in an application filed by Power Finance Corporation, after the company defaulted on dues of over ₹1,315 crore.

Six bidders had shown interest in acquiring the company through the bankruptcy process. ET on October 28 reported that in the 11th round, JSW Energy remained the sole bidder. The company offered a 26% equity stake to the lenders and another Rs 100 crore to operational creditors to acquire the company.

After the completion of this acquisition, JSW Energy's locked-in thermal generation capacity would go up to 7.5 GW and total locked-in generation capacity to 28.2 GW.

ASSETS WORTH ₹1,646 CRORE SEIZED

ED Makes Biggest Single-day Seizure as Part of $2.4b Global Crypto Scandal

Alleged mastermind Satish Kumbhani traced to Ahmedabad, was indicted by US

Raghav Ohri

New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) seized assets worth ₹1,646 crore, in arguably the biggest haul in a single search operation by an Indian agency, as part of its probe into a global $2.4-billion "ponzi" cryptocurrency scandal being investigated by the US authorities for allegedly duping hundreds of investors in more than 40 countries.

The agency has traced the alleged mastermind, Satish Kumbhani, an Indian national, to Ahmedabad, people with knowledge of the matter told **ET**.

He was indicted by a federal grand jury in San Diego in February 2022 for "orchestrating" the scandal. The US had declared him a fugitive and appealed to people to inform the FBI about his whereabouts.

Kumbhani, 36, will shortly be interrogated by the ED and is likely to be taken into custody, the people said, adding that to ensure that he doesn't escape the country, the agency has issued a 'look out circular' against him.

Following the seizure of crypto assets on Wednesday, the ED will also commence restitution of proceeds of crime to the victims of the scandal, according to the people. These would include foreign nationals from various countries, they said.

Kumbhani founded BitConnect, an unincorporated organisation, establishing a worldwide network of promoters and rewarding them for their promotional efforts by paying them commissions, as per the agency. His alleged modus operandi involved inducing investors to deposit funds in the form of cash and Bitcoins in a lending programme which would deploy a purported proprietary "volatility software trading bot" to generate returns as high as 40% per month.

The probe revealed that the accused posted fictitious returns on the BitConnect website that amounted to 1% per day, on average, or about 3,700% on an annualised basis.

"These claims were a sham, as the accused knew that BitConnect did not deploy investor funds for trading with its purported trading bot. Rather, they siphoned investors' funds off for their own benefit, and their associates' benefit, by transferring those funds to digital wallet addresses controlled by them," a senior official told ET on condition of anonymity.

The ED's Ahmedabad zonal office, during its probe, examined the complex web of transactions carried out in numerous crypto wallets to mask the origin and controllers of the wallets. According to people in the know, ED sleuths found that a large number of transactions were carried out through dark web in an effort to make them untraceable.

On February 25, 2022, Kumbhani was indicted by the US for his "central role" in the multi-billion-dollar fraud. According to US prosecutors, he touted BitConnect's "lending programme" based on proprietary "trading bot" and "volatility software" that would trade on the global crypto markets. "But in reality, the lending programme was a massive ponzi scheme that raised $2.4 billion from investors around the world before shutting down in January 2018," they said at the time.

BitConnect used money from new investors to pay earlier ones, the US said. Kumbhani has been charged with wire fraud, operating an unlicensed money transmitting business and three conspiracies – to commit wire fraud, commodity price manipulation and international money laundering.

In January 2023, a federal judge ordered Glenn Arcaro, US-based promoter of BitConnect and alleged co-conspirator of Kumbhani, to pay $17,646,801 in restitution to about 800 victims across more than 40 countries.

As per available information, Arcaro had pleaded guilty in September 2021, admitting that he conspired with others to exploit investor interest in cryptocurrency by fraudulently marketing BitConnect's proprietary coin offering and digital currency exchange as a lucrative investment.

In July 2024, a Sydney court convicted John Bigatton, the Australian promoter of BitConnect, on charges of providing "unlicensed and unauthorised financial advice" to investors in Australia.

However, tracking numerous web wallets, IP addresses, Internet Protocol Detail Records and gathering on-ground intelligence, the agency managed to zero in on the wallets and the premises where the digital devices containing the cryptocurrency were available, they said.

Thereafter, the ED took into possession ₹1,646 crore worth of cryptocurrency using cold wallet or offline devices used for storing cryptocurrency private keys. Previously, in this case, the agency's Ahmedabad zonal office had attached movable and immovable properties worth ₹489 crore.

The ED had initiated investigation under relevant provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) based on first information reports registered by the Surat Police. The probe revealed that the cryptocurrencies were not acquired by the accused persons through legitimate income but through scheduled offences under the PMLA, according to the people cited earlier.

Between November 2016 and January 2018, the accused persons conducted a fraudulent and unregistered offering and sale of securities in the form of investments in BitConnect's purported lending programme from investors worldwide, including in India, the people said.

KKR to Buy 51% in Cancer Chain HCG from CVC

Deal seen at 14-16% discount to the scrip's Thursday's closing price

Viswanath Pilla & Arijit Barman

Mumbai: KKR is set to acquire a controlling 51% stake in Bengaluru-based cancer care hospital chain Healthcare Global Enterprises (HCG) from private equity peer CVC Capital Partners, said people in the know, as the US buyout group doubles down on the healthcare sector, which has already seen massive PE-led consolidation.

The definitive agreements are expected to be signed between the key shareholders in the next few days, possibly as early as this weekend. The HCG board is meeting on Thursday and Friday to discuss quarterly earnings. The transaction is also expected to be discussed.

KKR is planning to buy a 51% stake from CVC Capital Partners at ₹430-440 per share, which marks a 14-16% discount to Thursday's closing market price of ₹511.45 per share on BSE, according to the people. This would spell a ₹3,128 crore payout.

The US group will then launch an open offer for another 26%, at an expected ₹490 per share based on the formula fixed by the Securities and Exchange Board of India. If successful, KKR will end up owning 77% of the company. At this price, the total consideration for KKR would be ₹4,900 crore.

The hospital chain's stock has appreciated 44% in the past six months on account of improved financial performance and in anticipation of a sale.

KKR and CVC Capital Partners did not respond to **ET**'s emailed queries till press time. **ET** was the first to report, on December 4, 2024, that KKR was closing in on the acquisition. Last year, after acquiring Baby Memorial Hospital, it made a comeback to the sector after one of its biggest paydays in India when it exited Max Healthcare.

HCG's founding family, led by oncologist-turned-entrepreneur BS Ajaikumar, will continue to own 10.87% of the company, but Ajaikumar is expected to step down as executive chairman for a non-executive role and continue to steer the chain's research and development capabilities.

CVC Capital Partners, which owns 60.36%, will retain a 9% shareholding, said the people cited earlier. The Luxembourg-based firm bought a controlling stake in HCG in June 2020 for about ₹1,049 crore by buying new shares and convertible warrants. It acquired more shares later through a mandatory open offer.

Messages and calls to Ajaikumar for comments on the deal remained unanswered.

In December last year, he told **ET** that he was not selling his stake.

Adani Green Pulls Out of $1-b Lanka Power Project

This is the second setback for company's international projects in the last 4 months

Our Bureau

FILE PHOTO

Mumbai: Gautam Adani-led Adani Green Energy on Wednesday told the Sri Lankan government it was withdrawing its nearly $1-billion renewable energy wind farms project in Sri Lanka. The project has been mired in controversy over inflated tariffs and adverse impact on the environment in the two regions where it was being built.

This is the second setback for the company's international projects in the last four months. In November, the Kenyan government ordered the cancellation of a 30-year, $736-million deal with Adani Energy Solutions to construct power transmission lines in a public-private partnership with Kenya Electrical Transmission Co after billionaire founder Gautam Adani was charged with bribery in the United States late last year.

Later, Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake's administration opened probes into the company's local projects.

Meanwhile the Bangladesh government has appointed a committee to examine power generation contracts, including one with Adani Power, for a thorough investigation into deals under former prime minister Sheikh Hasina.

Adani Green Energy (AGEL) won an approval in February 2023 to develop 484 MW wind power plants in Mannar town and Pooneryn village of Sri Lanka.

"These projects are envisaged to collectively see investments of about $1 billion in Sri Lanka based on build own operate concept," said AGEL, adding that the company said to date it has spent around $5 million on predevelopment activities. Adani Group was the first foreign investor to enter Sri Lanka after the 2022 financial crash, which rocked the nation's economy.

The project included the associated transmission system, as well as an additional 220 kilovolt (kV) and 400 kV transmission network expansion to carry power to the southern part of the island nation.

Tariffs for the project have been a point of contention. The previous Sri Lankan government had in May 2024 agreed to buy electricity at $0.0826 per kilowatt from Adani Power when local bidders were offering prices at $0.0488 per kilowatt.

In a letter to Arjuna Herath, chairman of the Sri Lankan Board of Investment, AGEL, said its executives have met with the Ceylon Electricity Board (CEB) and Sri Lankan ministry officials in Colombo.

The company added that its team had several rounds of discussions with state-appointed committees. After more than 14 rounds of discussions, approval was accorded for a tariff fixed for 20 years for the power purchase agreement.

The company added that it also worked on all clearances and licenses except for Mannar Environmental approval and an associated Supreme Court case.

"It was learnt that another Cabinet-appointed negotiations committee and project committee would be constituted to renegotiate the project proposal. This aspect was deliberated at the board of our company, and it was decided that while the company fully respects the sovereign rights of Sri Lanka and its choices, it would respectfully withdraw from the said project," AGEL said in the statement.

"As we bow out, we wish to reaffirm that we would always be available for the Sri Lankan government to have us undertake any development opportunity if it ever considers Adani Group to participate. We wish to convey our best wishes and gratitude to the government of Sri Lanka for the opportunity of engagement," the company added.

AGEL is one of the largest renewable companies in India, with a current project portfolio of 20,434 MW.

AGEL's scrip ended at ₹913.20, down 0.42% on the BSE on Thursday.

CEO: Think Gas Faces Hurdles in Connecting PNG to Homes

Co fails to meet target due to gas grid issue, customer reluctance

Sanjeev Choudhary

New Delhi: City gas distributor Think Gas has fallen short of its target to connect homes with piped natural gas, as many of its licenced areas are not connected to the gas grid and customers are reluctant to switch from subsidised LPG, its chief executive officer (CEO) said.

He also pointed to the subsidy on alternative fuel LPG as another hurdle. "There has to be a willingness of the people to take a domestic connection," Gupta said. "I can't lay infrastructure that will become infructuous."

People are reluctant "because domestic LPG cylinders are subsidized by ₹400 by the government," and many states offer a few free cylinders each year, he added.

Think Gas and AG&P Pratham, two distributors with 19 city gas license areas, are in the process of merging and will soon apply to the National Company Law Tribunal (NCLT) to become a single legal entity, CEO Abhilesh Gupta told **ET**.

The plans for an initial public offering (IPO) of Think Gas will depend on the NCLT's approval, other regulatory approvals, and market conditions, Gupta said. "I think it will take time. Timelines are not yet firm," he said in response to a query about whether Think Gas will launch an IPO next year. As a result of the ongoing merger, the two companies now operate under the Think Gas brand. About 6-7 years ago, some firms, including Think Gas, made aggressive bids to obtain city gas distribution licenses in auctions.

Gupta didn't confirm or deny if his firm has been penalised by the regulator. In 8 of the 19 licensed areas, the number of household connections is "just a few thousand," whereas it should have been "maybe 20 times more," Gupta said, adding that the absence of a trunk pipeline, which connects the licensed areas to the pipeline grid, is primarily responsible for the shortfall.

He explained that regulations allow for the shifting of home connection targets if the trunk pipeline is not in place. "If the trunk pipeline is not there, where is the gas going to come from?" Gupta added, noting that the cascades used to ferry gas to supply CNG stations in his licensed areas are not feasible for piped gas to homes because homes can't tolerate dry-outs even for an hour, unlike CNG stations. Also, pipelines are more economical than cascades, he said.

IOC to Buy LNG from ADNOC Gas over 14 yrs

Our Bureau

New Delhi: Indian Oil Corporation (IOC) has signed a sale purchase agreement with the UAE's ADNOC Gas to buy up to 1.2 million tonnes per annum of liquefied natural gas (LNG) starting 2026.

The agreement is valued in the range of $7-9 billion over its 14-year term, ADNOC Gas said in a statement.

The LNG will be supplied from ADNOC Gas' Das Island liquefaction facility, which has a production capacity of up to 6 million tonnes per annum.

Bharat Petroleum Corp (BPCL) also signed an LNG purchase agreement with Adnoc Gas. Under this agreement, BPCL will source 2.4 million tonnes of LNG annually for five years starting April 2025. Indian gas marketers are buying more LNG to meet the growing domestic gas demand.

India also signed its first LNG export agreement on Wednesday. Indian Oil has agreed with Yogya Holdings Nepal for export of around one thousand metric tonnes of LNG to Nepal. It will be the first sale of LNG to Nepal from India by cryogenic trucks through Dhamra Terminal in Odisha.

BPCL Signs Term Contract with Total

New Delhi: BPCL has signed a term contract with Total Energies Trading Asia for purchase of Middle Eastern crude oil.

The contract is valid for one year starting April 2025, BPCL said in a statement without giving more details on the contract.

"This agreement with Total Energies Trading Asia shows our commitment to securing stable and cost-effective crude supplies," said BPCL CMD G Krishnakumar. **Our Bureau**